দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 JUL 1992 পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

ইউনানী কলেজ শিক্ষকদের সমস্যা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন 'বোর্ড অব ইউনানী এণ্ড আয়ুর্বেদিক সিসটেমস্ অব্ মেডিসিন— বাংলাদেশ' একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। যাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রায় যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে অন্তত দীর্ঘ ২৭ বছর যাবৎ। এর বহুবিধ কাজের মধ্যে বিশেষতঃ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট ১৪টি বেসরকারী ইউনানী/আয়ুর্বেদিক কলেজ রয়েছে। কিন্তু, যথাযথ সরকারী আনুকূল্যের অভাবে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা অত্যন্ত করুণ।

তন্মধ্যে শিক্ষকদের সমস্যা খুবই প্রকট। আমরা এখানে কেবল একটি মানবিক বিষয় বর্তমান নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের দৃষ্টিগোচর করতে চাই।

সরকার আগামী '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য' ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চান। এ লক্ষ্যে প্রচলিত এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পাশাপাশি দেশীয় ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাকেও স্বাস্থ্য খাতে যথাযথভাবে প্রয়োগ এবং উন্নয়ন এখন সরকারী নীতির অন্তর্ভুক্ত। আর ঐ নীতির বাস্তবায়নের জন্য দরকার প্রচুর দক্ষ হাকীম-কবিরাজ। কিন্তু, যাঁরা এ প্রশিক্ষিত জন-শক্তি তৈরী করবেন; তাঁদের কথা কী কখনো ভেবে দেখেছেন? সত্য কথা বলতে কি— প্রকৃতপক্ষে এ দেশের শাস্ত্রানুরাগী ইউনানী-আয়ুর্বেদিক শিক্ষক সমাজই অতিকষ্টে কলেজগুলোকে টিকিয়ে রেখেছেন— একথা মোটেই অত্যুক্তি নয়। কারণ, তাঁরা নামকাওয়াস্তের বেতনে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত আছেন। কিন্তু, বিংশশতাব্দীর অন্তিম প্রান্তেও তাঁদের ভাগ্যে ঘটেনি কোন সরকারী সুযোগ-সুবিধা।

অথচ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের অধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী সরকারী বেনিফিট পাচ্ছেন। তবে কি তাঁদের দেশ সেবার কোন মূল্য নেই? অথচ, তাঁরা উচ্চতর ইউনানী ডিপ্লোমা কোর্স (সাড়ে চার বছর মেয়াদী) শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে একটি মৌলিক ও মানবিক পেশার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইউনানী-আয়ুর্বেদিক বোর্ড শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন ছাড়াও কলেজের অর্থ মঞ্জুরীর সুপারিশ করে থাকে। ১৯৮৩ সালের "ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক অধ্যাদেশ" অনুযায়ী বোর্ডের উল্লিখিত কাজ ব্যতীত প্রকাশনা, গবেষণা প্রকল্প, ঔষধের মান নির্ধারণ এবং চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। এ জন্যই অত্র বোর্ডকে অধিদপ্তরের ন্যায় একটি ব্যাপক ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বলে মনে করা হয়, যা অন্য কোন শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। অতএব এটা সহজেই অনুমেয় যে, ইউনানী-আয়ুর্বেদিক বোর্ড দেশে প্রচলিত অন্যান্য শিক্ষা বোর্ড অপেক্ষা একটি ব্যতিক্রমধর্মী অধিকতর দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান। এ জন্যই ইউনানী-আয়ুর্বেদিক কলেজ শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেল (অন্ততঃ বেসিক তৎসঙ্গে যথারীতি ইনক্রিমেন্ট) বাস্তবায়নের স্বাভাবিক দায়িত্বও বোর্ডের উপর বর্তায়। বোর্ড সমীপে আমাদের বক্তব্য, শিক্ষকদের জাতীয় দাবী "সরকারী বেতন স্কেল ভুক্তি" অর্জনের লক্ষ্যে বোর্ড শীঘ্র কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষার নবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করুক।

—হাকীম এম এ করীম সিদ্দিকী